ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 98-104
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.438

আশাপূর্ণা দেবীর "প্রথম প্রতিশ্রুতি" উপন্যাসে লোকজ উপাদান

অঙ্কিতা গুহ, *ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.03.2026; Accepted: 20.03.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ashapurna Devi's *Pratham Pratishruti* (1964) is widely recognized as a landmark in Bengali feminist literature. Set against the backdrop of late nineteenth and early twentieth-century Bengal, the novel presents a nuanced portrayal of a society undergoing significant transformation, marked by deep-rooted conservatism and shifting values. The central character, Satyabati, embodies a strong sense of self-respect and individuality as she struggles to assert her identity within the intertwined spheres of family and society. Her journey reflects the broader condition of women negotiating autonomy within a patriarchal framework. A distinctive feature of the novel is its rich use of folk elements, which not only construct the socio-cultural environment but also reveal the psychological and ideological structures of the time. Rituals and ceremonies such as marriage, annaprashan, birth, and upanayan are depicted not merely as cultural practices but as mechanisms reinforcing patriarchal norms. Values like obedience, tolerance, and modesty are repeatedly imposed on women through these traditions, limiting Satyabati's freedom. Everyday folk culture food practices, dress codes, taboos, and beliefs further illustrate the control exercised over women's lives. Practices such as dietary restrictions during pregnancy or reliance on traditional healers highlight the intersection of belief and gendered discipline. The use of colloquial language, proverbs, and rhymes adds authenticity while reflecting social hierarchies and cultural identity. Festivals like Dol, Durga Puja, and Nabanna symbolize both joy and gendered responsibility, emphasizing women's unpaid labor. Thus, the novel uses folk culture not only to depict reality but also to critique the structures that shape women's oppression and resistance.

Keywords: Folk Elements, Patriarchal Social Structure, Women's Struggle for Survival, Cultural Identity

লোকজ উপাদান এক সমাজের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিচয়, সামাজিক স্মৃতি, জীবন-রীতি ও ঐতিহ্যের ধারক। এটি কোনো একক উপাদান নয় বরং পরিবার, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা, বিশ্বাস, আচার, উৎসব, খাদ্যাভ্যাস, গৃহস্থালি আচরণ, কুসংস্কার, লোকবিশ্বাস, রীতিনীতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের যে নিখুঁত সামাজিক বয়ন, তাকে একত্রে আমরা লোকজ সংস্কৃতি বলি। বাংলা সমাজে বিশেষত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জীবনে লোকাচার শুধু ঐতিহ্য রক্ষার উপাদান নয়; এটি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম, নারীর উপর আরোপিত বিধিনিষেধের কাঠামো,

এবং পরিবার-সমাজের ক্ষমতার সম্পর্ক পরিচালনার সাংস্কৃতিক উপকরণ। সমাজতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা মত দিয়েছেন যে লোকাচার কোনও সমাজের চলমান, পরিবর্তনশীল, কিন্তু প্রভাবশালী একটি সাংস্কৃতিক যন্ত্র। এর মধ্যেই সমাজের মৌলিক মূল্যবোধ, ক্ষমতার অবস্থান, লিঙ্গ-ভূমিকা এবং আচরণবিধি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

আশাপূর্ণা দেবীর লেখনী এই জনজীবনের লোকজ অভিজ্ঞতার এক শক্তিশালী নথি। তাঁর উপন্যাসগুলিতে সাধারণত কোনো অভিজাত বা রাজনীতির নায়ক-নায়িকার উপস্থিতি নেই; পরিবর্তে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহস্থ পরিবারের বাস্তব জগৎ যেখানে প্রতিটি আচরণ, উৎসব, পারিবারিক রীতি, গৃহস্থালির কাজ, সামাজিক প্রত্যাশা এবং লৌকিক বিশ্বাস চরিত্রদের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে তাঁর রচনায় লোকজ উপাদান কেবল অলংকার নয়; এটি কাহিনি নির্মাণের ভিত্তিমূল।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪) আশাপূর্ণা দেবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি, যা নারীর সামাজিক অবস্থান, শিক্ষার দাবি, আত্মসম্মান, গৃহস্থালির শক্ত কাঠামো, এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা নিয়ে নির্মিত। কিন্তু একইসঙ্গে এই উপন্যাস এক গুরুত্বপূর্ণ লোকসংস্কৃতির নথি, কারণ উপন্যাসটির বুননে বাঙালি সমাজের অসংখ্য লোকজ উপাদান সূক্ষ্মভাবে মিশে গেছে যেমন জন্ম-মৃত্যুর নিয়ম, উপনয়ন, বিবাহাচার, গর্ভকালীন নিষেধ-নিয়ম, বিভিন্ন উৎসবের প্রস্তুতি, রান্না-রেওয়াজ, গৃহস্থালি কুসংস্কার, শুভ-অশুভ বিশ্বাস, প্রবাদ-লোকোক্তি, লোকভাষা ইত্যাদি। এসব উপাদান পাঠকের সামনে তুলে ধরে সেই সময়কার মধ্যবিত্ত নারীর সীমাবদ্ধ জগৎ, যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে থাকে সমাজস্বীকৃত লোকাচার।

উপন্যাসের নায়িকা সত্যবতীর জীবনের প্রতিটি ধাপে লোকজ সংস্কৃতি তার উপর আরোপিত সামাজিক ভূমিকা ও কর্তব্যের ব্যাখ্যা তৈরি করে। যেমন- মেয়েদের 'সংসারী', 'সহনশীল', 'নম্র', 'রীতিবদ্ধ' হওয়ার যে প্রত্যাশা, তা কেবল পরিবার বা ধর্মের নির্দেশ নয়; তা বহন করছে লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের দীর্ঘ সামাজিক স্মৃতি। '*প্রথম প্রতিশ্রুতি*'-র চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহ এই বিশ্লেষণকে জীবন্ত করে তোলে।

আশাপূর্ণা দেবী লোকজ উপাদানকে গল্পের ভেতরে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে তা কোনোভাবেই বাহুল্য মনে হয় না; বরং বাস্তবতার গভীরতা বাড়ায়। সত্যবতীর জীবনে গৃহস্থালির লোকাচার কখনো আশ্রয়, কখনো নিয়ন্ত্রণ, কখনো প্রতিবাদের উৎস এই বহুমুখী উপস্থিতি উপন্যাসটিকে সমাজতাত্ত্বিকভাবে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করেছে। ফলে *'প্রথম প্রতিশ্রুতি'* কেবলমাত্র নারীর আত্মমুক্তির উপন্যাস নয়; এটি বাঙালি লোকজ সংস্কৃতির সমাজ-ইতিহাস বোঝার একটি মূল্যবান সাহিত্যিক দলিল।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর *আত্মপরিচয়* গ্রন্থে লিখেছেন-

> "আমি সমাজের মধ্যেই উপাদান খুঁজে পাই। ঘরের মধ্যে নারীজীবনেই আমি আমার সাহিত্য খুঁজে পাই।" (আশাপূর্ণা দেবী, *আত্মপরিচয়,* ১৯৭৯, পৃ, ১৪)।

এই বক্তব্য তাঁর সাহিত্য-দর্শনের মূল ভিত্তিকে স্পষ্ট করে তিনি সাহিত্যকে ব্যক্তিগত কল্পনার বস্তু হিসেবে নয়, বরং সমাজের লোকজ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে দেখেছেন। অতএব, তাঁর উপন্যাসে যে ভাষা, সম্পর্ক, আচার বা উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা কোনো সাহিত্যিক অলংকার নয়; বরং বাস্তব জীবনের লোকজ সত্য। তাঁর সাহিত্য যে বাঙালি পরিবারের বাস্তবতার দলিল, তা উপন্যাসের সামাজিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। সুতরাং, লোকজ উপাদান আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যকে কেবল বাস্তবসম্মত করে তোলেনি; বরং নারীর জীবনকে বোঝার প্রেক্ষিত তৈরি করেছে, কারণ নারীর অভিজ্ঞতা বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে লোকজ উপাদানের প্রকৃতি- উপন্যাসে লোকজ উপাদান বিভিন্ন স্তরে প্রোথিত-

১) পারিবারিক লোকাচার

২) উৎসব-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আচার

৩) জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের রীতিনীতি

৪) লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার

৫) লোকভাষা, প্রবাদ-প্রবচন ও কথ্যরীতি

১) পারিবারিক লোকাচার:

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে বাংলা মধ্যবিত্ত হিন্দু গৃহস্থ সমাজের পারিবারিক লোকাচার অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয়েছে। হিন্দু গৃহস্থ জীবনের দৈনন্দিন রীতি, শুচিতা-অশুচিতা-বিভাজন, বয়সভিত্তিক কর্তৃত্ব, নারীর গৃহকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা, বউ-ঝি সম্পর্কের নানান অন্দরমহলের অভিজ্ঞতা এসবই বাংলার লোকসংস্কৃতির মূল উপাদান। আশাপূর্ণা দেবী এই লোকাচারকে বাহ্যিক বর্ণনার স্তরে নয়, বরং চরিত্রদের মানসজগৎ, সম্পর্ক, ও সামাজিক কাঠামোর গভীরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সত্যবতীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা এক নিয়মবদ্ধ, বিধিনিষেধে গাঁথা পরিবারে যেখানে ঠাকুমা ও মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি নারীর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঠাকুমার কঠোর শুচিতাবোধ সকালের স্নান-ধর্ম, রান্নাঘরের পৃথকতা, আচারের জার হাত না লাগানো, বিশেষ বয়সের মেয়েদের নির্দিষ্ট নিষেধ সবই লোক'ধর্ম'-এর সামাজিক প্রতিফলন। শুচিবাই বা শুদ্ধতার ধারণা বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত, এবং উপন্যাসে তা সত্যবতীর শৈশবের প্রধান অভিজ্ঞতা হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সত্যবতীর জীবনে বারবার এমন শব্দের পুনরাবৃত্তি দেখা যায় 'অশৌচ', 'অপবিত্রতা', 'ধর্ম ভঙ্গ' যা বাংলা সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের নির্দেশক। এই শব্দচয়নের মাধ্যমে লেখিকা শুধু পারিবারিক নিষেধাজ্ঞার কথা জানান না; বরং দেখান কীভাবে সমাজ নারীর দৈনন্দিন জীবনকে সংস্কৃতি-নির্ধারিত অনুশাসনে আবদ্ধ করে রাখে। নারীদের মধ্যে দায়িত্ব-বণ্টন ও ক্ষমতার অবস্থানও এই লোকজ নিয়মের মাধ্যমেই নির্ধারিত। বড় বউ, ছোট বউ, শাশুড়ি, ননদ এই সব সম্পর্কের অন্তর্নিহিত টানাপোড়েন বা কর্তৃত্বের রাজনীতি লোকাচার-নির্মিত একটি গৃহস্থালী ক্ষমতা কাঠামো প্রকাশ করে। রান্নাঘর, তুলসিতলা, পূজাঘর বা বাগান এসবই নারীদের কাজ ও পরিচয়ের ক্ষেত্র; এবং এগুলি কেবল গৃহস্থালির শারীরিক পরিসর নয়, বরং সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের স্থান।

এই উপন্যাসের নারীরা কেবল পরিবারের 'অংশ' নয়; তারা একটি বৃহত্তর লোকাচার-নির্মিত সামাজিক কাঠামোর 'বস্তু'। নিয়মভঙ্গের 'সর্বনাশ'-এর ভয় দেখিয়ে সমাজ নারীদের জীবনের স্বাভাবিকতা, স্বপ্ন, স্বাধীনতা সবই নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া 'অঙ্গন', 'উঠোন', 'ডোবার ঘাট', 'রান্নাঘর', 'পাকঘর' উপন্যাসের এই স্থানগুলি শুধু ভৌগোলিক পরিসর নয়; এগুলো বাংলা লোকজ সংস্কৃতির আবেগ, নিষেধ, আচরণ ও নারীর অভিজ্ঞতার প্রতীক। ঠাকুমার চরিত্রটি এই লোকজ পরম্পরার বাহক, যার কাছে নিয়মই ধর্ম, এবং সেই ধর্মের প্রধান বাহক নারী। ফলে সত্যবতী ছোট থেকেই শেখে নারীর অস্তিত্ব মানেই শাসনের মধ্যে বেঁচে থাকা, এবং সেই শাসনই লোকাচার দ্বারা বৈধতা পায়।

২) উৎসব-অনুষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতি:

'*প্রথম প্রতিশ্রুতি'* উপন্যাসে বাঙালি সমাজের লোকজ উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় রীতিনীতির এক সমৃদ্ধ চিত্র পাওয়া যায়। উৎসব-অনুষ্ঠান কেবল ধর্মীয় বা সামাজিক পর্যায়ের ঘটনা নয়; এগুলির মাধ্যমে একটি সমাজের মানসিকতা, মূল্যবোধ এবং লোকবিশ্বাসও প্রকাশ পায়। আশাপূর্ণা দেবী সেইসব লোকধর্মীয় অনুষঙ্গকে

কাহিনির বুননে এমনভাবে গেঁথেছেন যে উপন্যাসটি এক অর্থে উনিশ-বিংশ শতকের বাঙালি সমাজসংস্কৃতির দলিল হয়ে উঠেছে।

(ক) দুর্গাপুজো ও ঘরোয়া পূজা: বাংলা পরিবারের বারোমাস্যা উৎসবের মধ্যে দুর্গাপুজো বিশেষ গুরুত্ব পায়, এবং উপন্যাসেও এই উৎসবের প্রস্তুতি, আচার, এবং ঘরোয়া পরিবেশ ফুটে উঠেছে। সত্যবতী র ঠাকুমার বাড়িতে দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে বিশেষ ভোগ রান্না, *চণ্ডীপাঠ,* বংশপরম্পরায় নারীদের উপবাস, অষ্টমীর অঞ্জলি সবই বাংলার লোকধর্মীয় উপাদান। এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে শুদ্ধতা, নিয়ম, খাদ্যবিধি, নারীর ওপর নির্দিষ্ট দায়িত্ব— এসবই সমাজগত লোকাচারের অংশ। বাঙালি ঘরোয়া পূজায় 'সিঁদুর দান', 'লক্ষ্মীর বরণ', 'পুষ্পাঞ্জলি' ইত্যাদি নারীকেন্দ্রিক রীতি দেখে বোঝা যায়, ধর্মীয় সংস্কৃতি কীভাবে নারীর শ্রম ও মানসিক জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে। আশাপূর্ণা দেবী দেখান, উৎসব পরিবারের সংহতি ঘটালেও নারীর শ্রম ও দায়িত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি করে।

(খ) ব্রত ও উপবাস: বাংলা লোকধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ব্রত। উপন্যাসে সত্যবতীর শৈশব ঘিরে নারীদের বিভিন্ন ব্রত-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উঠে এসেছে- *অম্বুবাচী, মনসা পূজা, শীতলা পুজো,* মঙ্গলবারের উপবাস, সন্তানের মঙ্গলকামনার ব্রত, স্বামীর দীর্ঘায়ুর জন্য উপবাস ইত্যাদি। এইসব ব্রতের ধরণ লোকজ সংস্কৃতির গভীর ও আদি অনুষঙ্গ। ব্রতকথা বলা, আঁচল ভিজিয়ে পূজা করা, জলভর্তি কলস সাজানো, মাটির প্রতিমা বা লক্ষ্মীর পা আঁকা এসব সবই গ্রামীণ-নগর মধ্যবিত্ত বাংলার লোকাচার। আশাপূর্ণা দেবী দেখিয়েছেন, ব্রত নারীকেন্দ্রিক রীতি হলেও তা নারীর ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কায়েমেরও একটি শক্তিশালী মাধ্যম। মেয়েদের শরীর, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, এমনকি আকাঙ্ক্ষাও ব্রতের নিয়মে বাঁধা এ যেন লোকসংস্কৃতির আড়ালে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর প্রসার। নারীর 'শুদ্ধতা' ও 'সহিষ্ণুতা'-র আদর্শিক নির্মাণও ব্রতাচারের মধ্য দিয়েই ঘটে।

৩) জন্ম-মৃত্যু-শোক ও লোকরীতি:

বাংলা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সমাজের মূল কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত লোকাচার। '*প্রথম প্রতিশ্রুতি'* উপন্যাসে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন স্তরের লোকজ রীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। আশাপূর্ণা দেবীর পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার সূক্ষ্মতা এই আচারগুলিকে একদিকে যেমন সমাজতাত্ত্বিক দলিল করে তুলেছে, তেমনি নারীর জীবনে এর প্রভাবও স্পষ্ট করে তুলেছে।

(ক) জন্মরীতি: উপন্যাসে জন্মকে ঘিরে যে সামাজিক রীতি-নীতি দেখা যায়, তা গ্রামীণ ও নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের প্রচলিত লোকাচারেরই প্রতিফলন। নবজাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা ও শিশুকে কেন্দ্র করে বহুবিধ অলিখিত নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়। মা'কে 'সুঁতি' (সন্তান জন্মের পরবর্তী শুচিবিধির সময়) হিসেবে আলাদা ঘরে রাখা, নির্দিষ্ট খাবার খাওয়ার নির্দেশ, নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অতিথি-বন্ধুর আগমন নিষিদ্ধ থাকা এসবই লোকবিশ্বাস ও সামাজিক শুচিবিধির অংশ। নবজাতকের যত্নে ব্যবহৃত প্রথাগত রীতিও উপন্যাসে স্পষ্ট- শিশুকে 'নজর লাগা' থেকে বাঁচাতে কাপড়ে কয়লা বা কাজল লাগানো, মা'কে 'গরম' খাবার খাওয়ানোর নিয়ম, শুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট ঘর-রান্নাঘরে প্রবেশ নিষেধ, 'মাসি' বা ধাত্রীর তত্বাবধান,- এসবই বাঙালি লোকজ সংস্কৃতির গভীরতা তুলে ধরে।

আশাপূর্ণা দেবী দেখিয়েছেন, জন্মসংক্রান্ত এই আচারগুলি একদিকে যেমন নবজাতকের নিরাপত্তা ও মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনই নারীর শরীর, চলাফেরা ও শ্রমকে কঠোর সামাজিক নিয়মে বেঁধে রাখে। উদাহরণস্বরূপ, সত্যবতীর জন্মের পর মা'কে যেভাবে শুচিনিষেধ মানতে হয়, তা নারীর 'অশৌচতা'-র ধারণাকে লোকাচারের মাধ্যমে জোরদার করে। এখানে স্পষ্ট দেখা যায়, লোকবিশ্বাস জীবনচক্রের সূচনাতেও নারীত্বকে বদ্ধ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখে।

(খ) মৃত্যুর আচার: মৃত্যু সংক্রান্ত রীতি উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, কারণ মৃত্যুর মুহূর্তে একটি সমাজের প্রকৃত সাংস্কৃতিক কাঠামো প্রকট হয়ে ওঠে। "*প্রথম প্রতিশ্রুতিতে*" মৃত্যু কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ঘটনা নয় এটি সমগ্র পাড়া-মহল্লার ওপর ছায়া ফেলে। তিনি শুধু শোকের আবহই তৈরি করেন না; বরং মৃত্যু উপলক্ষে সামাজিক আচরণের পরিবর্তনকেও ধরতে সক্ষম হন। মৃত্যুর পর বাঙালি সমাজে যে যে লোকাচার পালন করা হয়, উপন্যাসে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে দেখা যায়- মৃতদেহ স্পর্শকারীদের 'অশৌচ' ঘোষণা, গঙ্গাজল ছিটানো, নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত রান্না-বাসন আলাদা রাখা, একাত্তর দিনের শোকপ্রথা, ব্রাহ্মণ ডেকে শাস্ত্রোচ্চার, 'শ্রাদ্ধ', 'পিণ্ডদান',- সবই লোকধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উপন্যাসে পরিবারের নারী ও পুরুষের ভূমিকার পার্থক্যও স্পষ্ট। শোকের আচারগুলিতে নারীরা 'কাঁদুনি' বা শোকপ্রকাশের নিয়ন্ত্রিত একটি ভূমিকা পালন করে, অথচ তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা শূন্য। সমাজের দৃষ্টিতে নারীর কাঁদা একটি 'কর্তব্য', আবার নির্দিষ্ট সময়ের পরে কাঁদা 'অশোভন'। এই দ্বৈত মানদণ্ড লোকাচারের মধ্যেই নিহিত। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পাড়াপড়শির অংশগ্রহণ, প্রতিবেশী মহিলাদের সমবেদনা, 'আত্মীয়দের ডাকাডাকি' এসবই বাংলা লোকজ রীতির গভীরতা প্রকাশ করে।

৪) লোকভাষা, প্রবাদ–প্রবচন ও আঞ্চলিক শব্দচয়ন:

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে ভাষার যে রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা বাংলা মধ্যবিত্ত সমাজের ঘরোয়া কথ্যভাষা, লোকপ্রবাদ, আঞ্চলিক শব্দচয়ন এবং সামাজিক মানসিকতার একটি জীবন্ত প্রতিফলন। আশাপূর্ণা দেবী ভাষাকে কেবল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি; তিনি ভাষার ভেতরেই সমাজ, সংস্কৃতি, শ্রেণি–বিন্যাস এবং বিশেষ করে নারীর অবস্থানের প্রতিফলনকে ধরেছেন। ফলে উপন্যাসের ভাষাশৈলী লোকজ সংস্কৃতির একটি অদ্ভুত প্রাঞ্জল দলিল। উপন্যাসে ব্যবহৃত বহু লোকপ্রবাদ ও আচরণ–নির্দেশক লোকবাক্য মূলত নারীকেন্দ্রিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিরূপ। উদাহরণস্বরূপ- "মেয়েমানুষের মাথায় বুদ্ধি বেশি হলে সর্বনাশ", "অল্পবয়সে পড়লে সংসার ভাঙে", "যা ভাগ্যে আছে তাই হবে", "গায়ের রং উজ্জ্বল, ভাগ্য ভালো"-

এই সমস্ত বাক্য কেবল চরিত্রদের মুখের ভাষা নয়; এগুলি বাঙালি সমাজে প্রচলিত গভীর 'মানসিক লোকাচার'-এর চিহ্ন। লোকপ্রবাদ এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে তা চরিত্রের সাংস্কৃতিক অবস্থান, মনস্তত্ত্ব এবং সমাজের রীতিনীতি স্পষ্ট করে তোলে। প্রতিটি প্রবাদ একটি সামাজিক দর্শন বহন করে, এবং আশাপূর্ণা দেবী এই প্রবাদগুলিকে চরিত্রের কথামালায় এমনভাবে মিশিয়ে দেন যাতে তা সমাজচেতনা ও লোকাচারের বুনন তৈরি করে।

৫) নারীজীবন, পিতৃতন্ত্র ও লোকজ সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব:

আশাপূর্ণা দেবীর '*প্রথম প্রতিশ্রুতি*'র অন্যতম শক্তি হলো লোকজ সংস্কৃতি ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্লীন সম্পর্ককে গভীর বাস্তবতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে চিত্রিত করা। উপন্যাসে লোকজ রীতি, আচার, বিশ্বাস ও সামাজিক বিধিনিষেধ নিছক সাংস্কৃতিক নান্দনিকতা নয়; বরং এগুলো ক্ষমতার একটি কাঠামো, যার লক্ষ্য নারীকে নিয়ন্ত্রণ, সীমাবদ্ধ এবং সামাজিকভাবে অনুগত করে রাখা। আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতী র চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে এই লোকজ উপাদান নারীর উপর আরোপিত বিধিনিষেধের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে লোকজ সংস্কৃতি ও নারীস্বাধীনতার দ্বন্দ্ব উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

(ক) মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে লোকবিশ্বাস: লোকজ সমাজে মেয়েদের শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর হিসেবে দেখা হত। '*প্রথম প্রতিশ্রুতি*'-তে বর্ণিত পরিবারের মধ্যেই এই মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। সত্যবতী পড়তে ভালোবাসে, নতুন কিছু শিখতে চায়, কিন্তু পরিবারের চোখে মেয়ের উচ্চশিক্ষা 'অনারীসুলভ'। শিক্ষিত মেয়ে নাকি 'সংসার ভাঙে' এই লোকবিশ্বাস বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রচলিত মনোভাবকে প্রতিফলিত

করে। পরিবার বারবার সত্যবতী কে বোঝায় যে তার কাজ 'সংসার শেখা' শিক্ষা নয়। এই একটি বাক্যই লোকজ মানসিকতার সামাজিক কাঠামোকে উন্মোচিত করে। এখানে শিক্ষার বিরোধিতা কোনো যুক্তিহীন কুসংস্কার নয়, বরং নারীর উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার একটি প্রক্রিয়া। নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ভয় সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত কারণ শিক্ষিত নারী প্রশ্ন করতে শেখে, প্রতিবাদ করতে শেখে। ফলে লোকাচার ও সামাজিক বিশ্বাস নারীর শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

(খ) বিয়েকে কেন্দ্র করে লোকজ ধারণা: উপন্যাসের লোকাচারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গভীরভাবে নিহিত রয়েছে বিয়েকে কেন্দ্র করে নারীর 'মূল্যায়ন'। বাঙালি লোকসংস্কৃতিতে মেয়ের গুণ মানে তার 'সতীত্ব', 'ঘরোয়া স্বভাব', 'নম্রতা', 'স্বামীর প্রতি অনুগত্য' যা পিতৃতান্ত্রিকভাবে নারীর অবস্থানকে নিচু ও বশীভূত করে। সত্যবতী বিয়ের আগে থেকেই এই লোকাচারের চাপে দমবন্ধ অবস্থায় থাকে। বিয়ের সময় আচার, রীতি, প্রতীক যেমন শাখা-পলা, সিঁদুর, উলুধ্বনি প্রভৃতি লোকজ সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ হলেও এগুলোর আড়ালে থাকে নারীর দাম্পত্যজীবনকে 'ধর্মীয়ভাবে বৈধ' ও 'সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত' করে রাখার অভিপ্রায়। নাকের নোলক, বিশেষ পোশাক, অলতা, মেয়েকে পালকিতে পাঠানো সবই নারীর উপর আরোপিত সামাজিক চিহ্ন, যা তার 'সম্পত্তি' সুলভ অবস্থানকে প্রতীকায়িত করে। এই আচারগুলো উপন্যাসে শুধু লোকজ রীতির হিসেবে নয়, নারীবন্ধনকারী সামাজিক নিয়ম হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর বর্ণনা সমাজের এই চাপকে বহুস্তরে বিশ্লেষিত করে।

(গ) ভদ্রসমাজ ও লোকাচার প্রতিরোধের সূক্ষ্ম রেখা: যদিও সত্যবতী পিতৃতন্ত্রের বলয়ে জন্ম নেয়, তবুও সে সম্পূর্ণ অনুগত চরিত্র নয়। উপন্যাসের অন্যতম সুর হলো নারীর ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। সত্যবতী প্রতিনিয়ত তার চারপাশের লোকাচার, রীতি, বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। লোকজ সংস্কৃতির নামে নারীর উপর আরোপিত অন্যায়কে সে নিঃশব্দে মেনে নেয় না। বিয়ের পরের দমনমূলক পরিস্থিতি, স্বামীর কর্তৃত্ববাদী আচরণ, শ্বশুর বাড়ির রক্ষণশীল লোকাচার সত্যবতীর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে লেখিকা দেখিয়েছেন কীভাবে নারী ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে তার ব্যক্তিক স্বাধীনতার মূল্য। এই উপলব্ধি-ই তাকে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই প্রতিশ্রুতি কেবল ব্যক্তিগত নয় এটি প্রতীকী। এটি নারীর স্বাধীনতা, শিক্ষার অধিকার এবং আত্মমর্যাদার প্রতি এক ঐতিহাসিক অঙ্গীকার। ফলে লোকজ সংস্কৃতির গণ্ডি ভেঙে নারীর স্বাধীনতার পথে যাত্রা উপন্যাসে এক ধরনের সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করে। আশাপূর্ণা দেবীর স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি হলো লোকজ সংস্কৃতির সৌন্দর্যের ভিতরেও এক ধরনের দমনের কাঠামো লুকিয়ে থাকে, যা নারীকে অনুগত করে রাখতে চায়। তাই লোকজ উপাদান এখানে দ্বিমুখী একদিকে ঐতিহ্য ও পরিচয়ের উৎস, অন্যদিকে নারীর উন্নয়ন ও স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক।

উপসংহার:

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নিছক একটি নারীবাদী উপন্যাস নয়; এর শক্তি নিহিত রয়েছে বাঙালি সমাজের লোকজ বাস্তবতার গভীর, প্রাণময় ও তীক্ষ্ণ উপস্থাপনায়। আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতী র সংগ্রামকে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই পরিমণ্ডলই উপন্যাসের নান্দনিকতা ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। ব্রত-উপবাস, দেবদেবীর ঘরোয়া পূজা, বিবাহ-সংক্রান্ত লোকাচার, জন্ম-মৃত্যুর রীতি, আঞ্চলিক ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন এইসব লোকজ উপাদান একটি নির্দিষ্ট যুগের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতা, বিশ্বাসব্যবস্থা ও দৈনন্দিন বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এই লোকজ সংস্কৃতির আলোতেই সত্যবতীর আত্মমর্যাদার

সংগ্রামকে পাঠক গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। কারণ, নারীর বিরুদ্ধে পিতৃতান্ত্রিক দমন কেবল পারিবারিক আকারে সীমাবদ্ধ নয়; তা রূপ নিয়েছে সামাজিক রীতি, নৈতিকতা, ধর্মীয় আচরণ ও লোকবিশ্বাসের মাধ্যমে। আশাপূর্ণা দেবী এই লোকাচারগুলিকে নিছক অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করেননি; বরং এগুলির মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে সমাজ কাঠামো নারীর স্বাধীনতা, শিক্ষা ও পরিচয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে উপন্যাসের লোকজ উপাদান পাঠককে শুধু গল্পের চরিত্রদের জীবনের সঙ্গে নয়, তাদের বেষ্টনকারী ঐতিহাসিক-সামাজিক চেতনাতেও পৌঁছে দেয়। এজন্যই *"প্রথম প্রতিশ্রুতি"* কেবল সাহিত্যিক সাফল্য নয়; এটি বাঙালি নারীর জীবনসংগ্রাম, লোকঐতিহ্য এবং সমাজতাত্ত্বিক সত্যের এক অমলিন সাংস্কৃতিক দলিল। আশাপূর্ণা দেবী লোকজ উপাদানকে সাহিত্যশিল্প, সমাজবিশ্লেষণ ও নারীবাদী বক্তব্য এই তিন স্তরেই গভীরভাবে ব্যবহার করেছেন। এর ফলে উপন্যাসটি শুধুই নারীর প্রতিরোধের কাহিনি নয়, বরং এক বৃহত্তর সমাজ-ইতিহাসের দর্পণ যেখানে লোকজ সংস্কৃতি আলো হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. আশাপূর্ণা দেবী। আত্মপরিচয়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৯।

২. আশাপূর্ণা দেবী। প্রথম প্রতিশ্রুতি। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৬৪।

৩. গুহঠাকুরতা, জয়িতা। বাংলা সমাজ ও লোকধর্ম। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২।

৪. ঘোষ, অনিন্দিতা। উপনিবেশিক বাংলায় নারী, গৃহস্থালী ও বস্তুসংস্কৃতি। মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ভলিউম ৪১, সংখ্যা ৩, ২০০৭, পৃ. ৫১৯–৫৪৮।

৫. চৌধুরী, তপোধীর। বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষা ও সমাজ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫।

৬. চৌধুরী, সুকান্ত। The Bengali Novel: Forms and Transformations। কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০০২।

৭. দত্ত, কৃষ্ণ। আশাপূর্ণা দেবী: A Life in Letters। কলকাতা: স্ট্রি, ২০১০।

৮. ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী। ব্রত, লোকবিশ্বাস ও নারীজীবন: লোকসংস্কৃতির অন্তরাল। লোকসংস্কৃতি চর্চা, ভলিউম ৩, সংখ্যা ১, ২০১১, পৃ. ৮৯–১০২।

৯. মজুমদার, প্রতিভা। নারী-শিক্ষা, লোকাচার ও ঔপনিবেশিকতার ছায়া: 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র পাঠ। নারীসমাজ, ভলিউম ৫, ২০১৮, পৃ. ৪৪–৫৮।

১০. রায়, অনুরাধা। লোকজ সংস্কৃতি ও বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা, ভলিউম ২২, সংখ্যা ১, ২০১৫, পৃ. ৫৫–৭০।

১১. সরকার, সুমিতা। আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ীতে নারী-প্রতিনিধিত্ব। জার্নাল অফ বেঙ্গলি স্টাডিজ, ভলিউম ৪, সংখ্যা ২, ২০১৬, পৃ. ৪৫–৬২।

১২. সেন, আরতি। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে নারীচরিত্রের মনস্তত্ত্ব। বিচিত্রা, ভলিউম ১২, সংখ্যা ২, ২০১০, পৃ. ১১২–১২৫।

১৩. সেন, নবনীতা। বাংলা নারী-লেখায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫।